আজকের কাগজ

তারিখ 05 NOV 1993
পৃষ্ঠা ৭০ কলাম ৭

ক্যাম্পাস

লাশ পড়েছে, রক্ত ঝরছে বেড়ে উঠছে বিষবৃক্ষ

অনিকেত মাহমুদ ■ কথা ছিলো সন্ধ্যায় বাড়িতে ফিরবে। প্রিয়তমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে বন্ধুর বাসায়। ফিরবে অনেক রাতে। ঠিক এরকম এক বুক আশা নিয়েই সকালে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলো জিন্নাহ। দরজায় এসে লাজুক মুখে এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে দিয়ে স্বামীকে বিদায় জানিয়ে ছিলো স্ত্রী নীলা। কিন্তু কে জানতো এই বিদায় হবে শেষ বিদায়। এই দেখা হবে শেষ দেখা। অথচ হলোও তাই। একদল সশস্ত্র ঘাতকের বুলেটের আঘাতে স্বপ্নময় পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিতে হলো জিন্নাহকে।

নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই - , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখন পরিণত হয়েছে মৃত্যু কূপে। মৃত্যু এখানে অপেক্ষা করে গুপ্ত ঘাতকের মতো। কখন কে লাশ হয়ে বাড়ি ফিরবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে চলে অস্ত্রের ঝনঝনানী আর সন্ত্রাসীদের উল্লাস নৃত্য। সন্ত্রাসীদের অপার মহিমার (!) কারণেই প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় উত্তপ্ত বৈরুত। বলা হয় বসনিয়া-হার্জেগোভিনা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী-সন্ত্রাসী যুদ্ধ চলে। যুদ্ধ চলে অস্ত্রধারী নিরস্ত্রদের মধ্যে। এ যুদ্ধের কোনো শেষ নেই। নেই কোনো ইতিবাচক ফলাফল। কালের নির্মমতার কারণে একদিন এসব সন্ত্রাসীরাই হারিয়ে যায় পৃথিবী থেকে। একদল জীবন্ত মানুষের কোলাহলপূর্ণ জীবন থেকে আর এই নির্মমতার সাম্প্রতিক উদাহরণ ছাত্রদল নেতা জিন্নাতুল ইসলাম জিন্নাহ। তার বিরুদ্ধে রয়েছে বেশ কয়েকটি মামলা। রয়েছে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজীর অভিযোগ। বর্তমান প্রতিযোগিতার যুগে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজী একা করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই প্রয়োজন হয় দল করার। প্রয়োজন হয় ব্যক্তিগত সার্কেল গড়ে তোলার। সে কাজই করেছিলো জিন্নাহ। কিন্তু টিকতে পারেনি বেশি দিন। প্রিয় বন্ধুরাই এক সময় প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে শুরু করলো। অতঃপর স্বার্থের সংঘাত। শুরু হলো অর্থ বিষয়ক দ্বন্দ্ব। আর তারই জের হিসেবে হত্যা করা হলো জিন্নাহকে।

দীর্ঘদিন ক্যাম্পাস পরিস্থিতি শান্ত থাকার পর জিন্নাহ হত্যাকান্ডের মধ্য দিয়ে অশান্ত হয়ে উঠলো। সন্ত্রাস নামক বিষবৃক্ষ অশান্তির কালো ছায়ায় আবারও ঢেকে দিলো পুরো ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাসের সবুজ চত্বর রক্তে লাল হয়ে গেলো। ভেঙ্গে চুরমার হলো একজন নববধূর মুখের স্বপ্ন। সুখের সংসার।

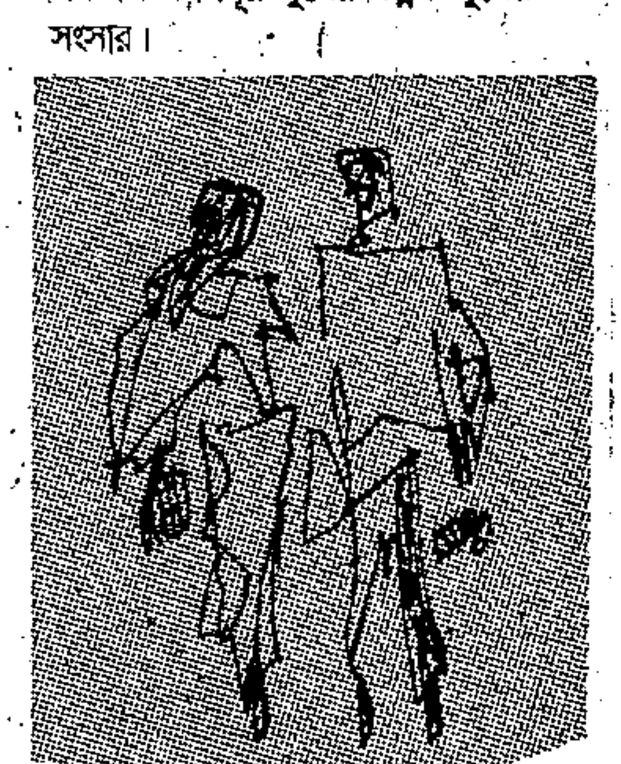

স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকেই সন্ত্রাস চলছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। চলছে ক্রমাগত। কবে থামবে সন্ত্রাসের শ্যাটল এক্সপ্রেস, তা কেউ বলতে পারে না। বলতে পারে না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পারে না ক্ষমতাসীনরা। অথচ শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্যে সন্ত্রাস নামক বিষবৃক্ষের গোড়ায় পানি না ঢেলে দ্রুত নির্মূল করার উচিত। সমূলে উপড়ে ফেলা উচিত এ বিষবৃক্ষটিকে। নইলে অপেক্ষা করতে হবে অন্ধকার ভবিষ্যতের জন্যে। যে ভবিষ্যত নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয়। কাম্য নয় আমাদেরও।